তৃতীয়ঃ অঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতি যজমানশিষ্যঃ কুশানাদায়।

শিষ্যঃ।— অহো মহানুভাবঃ পার্থিবো দুষ্যন্তঃ। প্রবিষ্টমাত্র এবাশ্রমং তত্রভবতি রাজনি নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্ম্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি।

কা কথা বাণসন্ধানে জ্যাশব্দেনৈব দূরতঃ।
হুঙ্কারেণেব ধনুষঃ স হি বিঘ্নানপোহতি ॥

যাবদিমান্ বেদিসংস্তরণার্থং দর্ভান্ ঋত্বিগ্ভ্য উপনয়ামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ। আকাশে) প্রিয়ংবদে! কস্যেদমুশীরানুলেপনং মৃণালবন্তি চ নলিনীপত্রাণি নীয়ন্তে। (শ্রুতিমভিনীয়) কিং ব্রবীষি আতপলঙ্ঘনাৎ বলবদস্বস্থা শকুন্তলা তস্যাঃ শরীরনির্ব্বাপণায় ইতি? তর্হি ত্বরিতং গম্যতাম্। সখি! সা খলু ভগবতঃ কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্। অহমপি তাবৎ বৈতানিকং শান্ত্যুদকম্ অস্যৈ গৌতমীহস্তে বিসর্জ্জয়িষ্যামি। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

বঙ্গার্থ।— (কুশ-হস্তে জনৈক কণ্বশিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—মহারাজ দুষ্মন্তের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। যেমন তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, অমনি আমাদের যাগ-যজ্ঞের সকল বাধা-বিঘ্ন দূর হইল, উপদ্রবকারী রাক্ষসরা কোথায় পলাইল। ধনুকে বাণ আর যোজনা করিতে হইল না, শুধু যেমন ধনুকের ছিলাটি দু'একবার বাণ-সন্ধানের পূর্ব্বে টানিয়া দেখিতেছিলেন, আর টন্ টন্ শব্দ হইতেছিল,—অমনি সেই ছিলার শব্দে রাক্ষসরা দূর হইতেই গা-ঢাকা দিল, সম্মুখে আসা ত দূরের কথা। রাজা যেন একটা হুঙ্কারে সব আপদ্ তাড়াইয়া দিলেন। যাই, যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই কুশগুলি ঋত্বিক্-দিগকে দেই গিয়া। (একটু এগিয়ে চারিদিকে চেয়ে যেন কাকে অলক্ষ্যে দেখিয়া) প্রিয়ংবদে! কার জন্য এই সব বেণার মূলের প্রলেপ ও মৃণাল এবং পদ্মের পাতা নেওয়া হচ্ছে? (যেন দূর হইতে প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইয়া) কি বল্লে? গ্রীষ্মের প্রবল তাপে শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাই তার শরীরের তাপ জুড়াইবার জন্য এই সব জিনিস নিয়ে যাচ্ছ? তা হ'লে একটু তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও। সখি রে! সে যে কুলপতি ভগবান্ কণ্বের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ। একটু তাড়াতাড়ি যাও। আমিও গিয়া গৌতমীর হাতে শকুন্তলার জন্য যজ্ঞীয় শান্তিজল পাঠিয়ে দিচ্ছি। [নিষ্ক্রান্ত] ॥ ১ ॥

বিষ্কম্ভক।

তাৎপর্য্য।—যাহা হইয়া গিয়াছে বা হইবে, সেই সমুদয় ব্যাপারের সংক্ষেপে উল্লেখ করার নাম বিষ্কম্ভক। তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে এই বিষ্কম্ভক পাইতেছি। ইহাতে জানিতে পারিতেছি যে, শকুন্তলা বড়ই অসুস্থ। সেই কবে, মালিনীতীরের মিলনস্থান ছাড়িয়া শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে, যাওয়ার সময়ে, তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল ও কুলগাছের ডালে পরনের বাকল জড়াইয়া গিয়াছিল, ঘাড় বাঁকাইয়া সে সব আপদ হইতে কোনমতে উদ্ধার পাইয়া শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে। রাজার অবস্থা দ্বিতীয় অঙ্কে, যা হোক কতকটা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু শকুন্তলা কোথায়? সে কেমন আছে, পায়ে যে কাঁটা ফুটিয়াছিল তাহাতে যাতনা হইবার কথা, ওরূপ ফুটিলে কেহই জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে না। শকুন্তলা কি পারিয়াছে! সামাজিকগণের মনে তাহার সংবাদ জানিবার বাসনা স্বাভাবিক। কণ্বের সে দ্বিতীয় প্রাণ, জীবন-সর্ব্বস্ব, আশ্রমের সে মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দর্শকবৃন্দের সকলেই তাঁহার [illegible]

ততঃ প্রবিশতি কাময়মানাবস্থো রাজা।

রাজা।— (নিশ্বস্য)

জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।
অলমস্মি ততো হৃদয়ং তথাপি নেদং নিবর্ত্তয়িতুম্॥

(মদনবাধাং নিরূপ্য) ভগবন্ কুসুমায়ুধ, ত্বয়া চন্দ্রমসা চ বিশ্বসনীয়াভ্যাম্ অতিসন্ধীয়তে কামিজনসার্থঃ। কুতঃ

তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্ব য়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু।
বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥

(পরিক্রম্য) ক নু খলু সংস্থিতে কর্ম্মণি সদস্যৈরনুজ্ঞাতঃ শ্রমক্লান্তমাত্মানং বিনোদয়ামি। (নিশ্বস্য)। কিং নু খলু মে প্রিয়াদর্শনাদৃতে শরণমন্যৎ। যাবদেনামন্বিষ্যামি। (সূর্য্যমবলোক্য)। ইমামুগ্রাতপবেলাং প্রায়েণ লতাবলয়বৎসু মালিনীতীরেষু সসখীজনা শকুন্তলা গময়তি, তত্রৈব তাবদ্গমিষ্যামি। (পরিক্রম্য সংস্পর্শং রূপয়িত্বা) অহো প্রবাতসুভগোঽয়মুদ্দেশঃ।

বঙ্গার্থ।— (পূর্ব্বরাগার্ত্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া)—তপস্যার ক্ষমতা যে কত প্রবল এবং সেই বালিকাও যে সম্পূর্ণরূপে তপস্বীর কত অধীন,—উভয়ই আমি বিলক্ষণ জানি। (অর্থাৎ) বিন্দুমাত্র সীমাতিক্রমেও যে কি ঘোর পরিণাম ঘটিতে পারে, তাহা বুঝিতেছি,—আবার মহর্ষির অনুমতি ব্যতিরেকেও যে শকুন্তলার এক পা নড়িবার সাধ্য নাই, তাহাও জানিতেছি ; তবুও কিছুতেই কিন্তু শকুন্তলা হইতে হৃদয় ফিরাইতে পারিতেছি না। পাইব না—জানি, তবুও পাইবার জন্য ছুটিয়াছি। (মদনানলে অস্থির হইয়া) হে প্রবল-প্রতাপ কন্দর্প! কামী ব্যক্তিরা কামানলে দগ্ধীভূত হইয়া বড় আশা করিয়া তোমার এবং চন্দ্রের নিকট যায়,তুমি যত পীড়া দাও,ততই তাহারা তোমার আরও অধিক বশ্য হইয়া পড়ে এবং চন্দ্রকিরণে তাপিত প্রাণ শীতল হইবে ভাবিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া কৃপা ভিক্ষা করে, কিন্তু তোমরা উভয়েই তাহাদিগকে প্রতারিত কর। কেন না, তুমি না কি ফুলবাণ, আর চাঁদও শীতলদ্যুতি,—কিন্তু তোমাদের দুই জনের এই দুই বস্তু, (অর্থাৎ) তোমার ফুলের বাণ আর চাঁদের শীতল কিরণ—এই উভয় পদার্থই আমার ন্যায় হতভাগ্যদের বেলায় একেবারে বিপরীত। চাঁদ তার শীতল কিরণের দ্বারা যেন অগ্নিবর্ষণ করে, আর তুমিও তোমার ফুলের বাণগুলি বজ্রের মত কঠিন করিয়া আঘাত কর,—তোমাদের ঐ ঐ বিশেষণ আমাদের পক্ষে একেবারেই বিপরীত। (একটু এগিয়ে) এখন কি করি? যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, যাজ্ঞিক ঋষিরা বিশ্রামের অনুমতি দিয়াছেন। কোথায় গিয়ে এই শ্রান্ত হৃদয়কে একটু জুড়াই? (দীর্ঘনিশ্বাস) প্রিয়া শকুন্তলাকে দেখা ছাড়া আর কিসেই বা বুক জুড়াইব? দেখি গিয়া কোথায় সে? (সূর্য্যের দিকে চেয়ে) এই রকম দুপুর-বেলা তরতরে রৌদ্রের সময়ে সখীদিগকে নিয়ে শকুন্তলা প্রায়ই মালিনীতটে—লতাকুঞ্জসমূহে কাল কাটাইয়া থাকে। সেই দিকেই যাই একবার।

(একটু এগিয়ে যেন বাতাস স্পর্শ করিয়া) বাঃ! এখানকার দুপুরবেলার বাতাসটা কি সুন্দর! পদ্মগন্ধে যেমন সৌরভময়, মালিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলির জলের ছিটে থাকায় আবার তেমনই ঠাণ্ডা, মদনের তাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িতেছে,—ইচ্ছা হইতেছে—এই বাতাসটাকে সারা অঙ্গ দিয়া চাপিয়া ধরি, তাতে যদি একটু জুড়ায়। (এগিয়ে—চারিদিকে চেয়ে) এই বেতস-লতা-মণ্ডিত কুঞ্জে

শক্যমরবিন্দসুরভিঃ কণবাহী মালিনীতরঙ্গাণাম্।
অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈরবিরলমালিঙ্গিতুং পবনঃ ॥

(পরিক্রম্যাবলোক্য চ) অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামণ্ডপে সন্নিহিতয়া শকুন্তলয়া ভবিতব্যম্। তথাহি

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢা জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা ॥

যাবৎ বিটপান্তরেণাবলোকয়ামি। (পরিক্রম্য তথা কৃত্বা সহর্ষম্) অয়ে লব্ধং নেত্রনির্ব্বাণম্। এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা সকুসুমাস্তরণং শিলাপট্টমধিশয়ানা সখীভ্যামন্বাস্যতে। ভবতু, শ্রোষ্যামি আসাং বিস্রম্ভকথিতানি।

(বিলোকয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ২ ॥

শকুন্তলা থাকিলেও থাকিতে পারে। কেন না, এই কুঞ্জের প্রবেশদ্বারে ঐ যে পাণ্ডুবর্ণের বালির উপর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, উহা নিশ্চয়ই তাহার, নতুবা ঐ পদাঙ্কের পুরোভাগটা কেমন একটু ভাসাভাসা, বালির ভিতর ততটা বসে' নাই, আর গোড়ালির দিকটা বালিতে একেবারে বসিয়া গিয়াছে, একটা নয়, সবগুলি পদচিহ্নই ঐরূপ, তাই মনে হচ্ছে—নিতম্বিনী শকুন্তলার গুরু নিতম্বের ভারে পায়ের পিছনটা ঐ প্রকার বালিতে ঢুকিয়া গিয়াছে, আর সম্মুখভাগটা—আঙ্গুলের দিকটা উঁচু হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। পায়ের দাগগুলিও একেবারে টাট্‌কা। আবার লতামণ্ডপে ঢুকিবার দাগই দেখিতেছি, বেরোনের দাগ ত পড়ে নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই সে এর ভিতর আছে।

আচ্ছা—এই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা যাক্। (এগিয়ে এবং ঐরূপে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সানন্দে) আহা! এতক্ষণে চোখ জুড়নোর জিনিস পেলাম! ঐ যে ফুলের রাশিতে ঢাকা একখানা মস্ত চওড়া পাথরের উপর আমার মূর্ত্তিমতী বাসনা—প্রিয়তমা শকুন্তলা শুইয়া, আর দুই সখী পাশে বসিয়া। বেশ,—এদের এই নিভৃত আলাপ একটু কান পাতিয়া শুনি। (সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন) ॥ ২ ॥

কোথায় সে? কেমন আছে? কি করিতেছে? অনসূয়া-প্রিয়ম্বদাই বা কোথায়?—ইত্যাদি নানাভাবে সভ্যগণের হৃদয় যখন আকুতি-বিকুতি করিতেছিল, তখন "যজমান শিষ্য"—অর্থাৎ (যজমান) যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষি কণ্বের এক জন শিষ্য দেখা দিলেন, হাতে তাঁহার একমুষ্টি কুশ। শিষ্যের পরিচয়ে—'যজমানের' এই শব্দে—বুঝিতেছি যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়াছেন এবং যথাপূর্ব্ব যাগযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যজ্ঞ-বেদির আস্তরণের জন্য শিষ্য কুশাহরণে গিয়াছিলেন, কুশহস্তে ফিরিতেছেন।

তপোবনের তদানীন্তন অবস্থার কতকটা পরিচয় পাইলাম। আর সেই সঙ্গে, পরোক্ষে কাহার সঙ্গে শিষ্যের আলাপে জানিলাম যে,—কে যেন কাহার জন্য বেণার মূল বাটিয়া প্রলেপ তৈরী ক'রে এবং একগোছা টাট্‌কা মৃণাল ও কতকগুলি পদ্মের পাতা নিয়ে যাচ্ছে। এ আবার কি? এ সব ত ভোগীর ঘরের বস্তু, বিরহীর বিরহানলদগ্ধ দেহ জুড়াইবার ঔষধ, আশ্রমে এ সব কেন? একে শকুন্তলার চিন্তা, রাজাকে দেখা অবধি তাহার আত্মবিভ্রমের কথা, সেই কত কি উক্তি, সখীদের সহিত রংতামাসা, শেষে রাগারাগি এবং সকল ব্যাপারগুলি জড়াইয়া মোটের উপর সেই কোমল-হৃদয়া তাপস-দুহিতার হৃদয়ের অবস্থা দর্শকগণ যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে শকুন্তলা-সম্বন্ধে তাঁহারা একটু চিন্তিতই ছিলেন। সে যেমন বিস্মৃতিপ্রবণা ভুলো মেয়ে, তাহাতে হয় ত বা তাহারই কোন অসুখ-বিসুক হইয়া থাকিবে—ইত্যাদি সংশয়ে দর্শক-হৃদয় যখন আকুল,—তখন এই বেণার মূল প্রভৃতির অবতারণা। ইহাতে তাঁহাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িল। যে আশঙ্কায় চিত্ত বিব্রত, তাহা আরও প্রকট হইল। এমনই সময়ে—শিষ্যশ্রুত উত্তরে জানিলাম—প্রবল গ্রীষ্মের প্রখর দৌরাত্ম্যে শকুন্তলা-লতিকা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে, অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, সে বড়ই অসুস্থ। একে আশ্রমের দেবতারূপিণী, তাতে আবার আশ্রম-পতির সে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা, আশ্রমের শুক-সারিকা, হরিণ-হরিণী হইতে প্রৌঢ়বয়াঃ শিষ্য পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, এক কথায় শুধু কণ্বের নহে, কণ্বাশ্রমের সকলেরই সে প্রাণস্বরূপ। তাই

ততঃ প্রবিশতি যথোক্তব্যাপারা সহ সখীভ্যাং শকুন্তলা।

সখ্যৌ।— (উপবীজ্য সস্নেহম্) হলা সউন্তলে অবি সুহেই দে ণলিণীপত্তবাও ॥ ৩ ॥

শকুন্তলা।— কিং বীএন্তি মং সহীও। ॥ ৪ ॥

সখ্যৌ।— (বিষাদং নাটয়িত্বা পরস্পরমবলোকয়তঃ) ॥ ৫ ॥

রাজা।— বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। (বিচিন্ত্য) অথবা কৃতং সন্দেহেন

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপুরিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥ ॥ ৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকম্) অণসূএ তস্স রাএসিণো পঢ়মদংসণাদো আরহিঅ পজ্জুস্সুআ বিঅ সউন্তলা। কিং ণু কৃখু সে তণ্ণিমিত্তো অঅং আতঙ্কো ভবে ॥ ৭ ॥

(অনন্তর পূর্ব্বোক্তরূপে সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! অপি সুখয়তি ত্বাং নলিনী-পত্র-বাতঃ? ॥ ৩ ॥

কিং বীজয়তঃ মাং সখ্যৌ? ॥ ৪ ॥

অনসূয়ে! তস্য রাজর্ষেঃ প্রথমদর্শনাৎ আরভ্য পর্য্যুৎসুকা ইব শকুন্তলা। কিং নু খলু অস্যাঃ তন্নিমিত্তঃ অয়ম্ আতঙ্কঃ ভবেৎ? ॥ ৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—(বাতাস করিতে করিতে স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে) ওলো শকুন্তলে! পদ্ম-পাতার হাওয়া একটু ভালো লাগ্‌ছে ত? ॥ ৩ ॥

শকুন্তলা।—তোমরা কি হাওয়া কর্চ্ছো? ॥ ৪ ॥

(দুই সখীরই মুখে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল ও পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল) ॥ ৫ ॥

রাজা।—শকুন্তলার শরীর খুবই অসুস্থ—দেখছি। এ অসুখ কি গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য,—না—আমি যা ভাবছি, সেই জন্য? (একটু চিন্তা করিয়া) না, যা ভাবিতেছি,—সেই জন্যই বটে;—

প্রিয়ার স্তনদ্বয়ে বেণার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, ও এক হাতের মৃণালের বালা কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে। আহা! এত কষ্টেতেও আমার প্রেয়সীর দেহ-লতা কত সুন্দর! দেখিয়া সাধ মেটে না। প্রবল গ্রীষ্ম এবং উৎকট মদন—এদের উভয়ের তাপই যদিও সমান,—তবুও কিন্তু যুবতিদের উপর গ্রীষ্মের অত্যাচার এত সুন্দর দেখায় না। এটা নিশ্চয় মনোভবের পীড়াই বটে ॥ ৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! সেই রাজর্ষিকে প্রথম দেখা অবধি—শকুন্তলার যেন কেমন একটু ভাবান্তর দেখিতেছি। তাঁর জন্যই কি সখীর এই অসুখ? ॥ ৭ ॥

তার অসুখের কথা শুনিয়া—নির্ম্মল-হৃদয় শিষ্যের চিত্ত কাঁপিয়া উঠিল, সংসার-বিমুক্ত হইলেও, শিষ্য তিলার্দ্ধের জন্য ঘোর সংসার-মোহে আচ্ছন্ন ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রিয়ংবদাকে তাড়াতাড়ি যাইতে কহিয়া নিজেও আশ্রমে ছুটিলেন—তপোরত ব্রহ্মচারী তিনি, তিনি জানেন, যা'র যে কোনো অসুখই হোক না কেন, শান্তিজল মাথায় ছিটাইয়া দিলে—সব সারিয়া যায়। তাই শিষ্য গৌতমী পিসীর হাতে শান্তিজল পাঠাইতে বলিয়া গেলেন। জিতেন্দ্রিয় তপঃসম্বল ঋষি-যুবক জানেন—আশ্রমের যত কিছু আধিব্যাধি, শান্তিজল-প্রোক্ষণে সে সমস্তই যায়; সুতরাং শকুন্তলার দৈহিক অসুস্থতাও না যাইবে কেন? ব্রহ্মচারীর গণনায় ভুল হইল। এ অসুখ যে সচরাচর আশ্রমে ঘটে না, ইহা যে ঘোর "আশ্রমবিরোধী বিকার," তাহা কেবল শকুন্তলাই জানে, মনে মনে বোঝে, এমন কি, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা পর্য্যন্ত সে খোঁজ রাখে না। সেই প্রথম সন্দর্শনকালে শকুন্তলা নিজের মনেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আমার এমন ঠেকিতেছে কেন? এ ভাবের নাম কি? এটা ত আশ্রমের ঘোর বিরোধী বিকার বলিয়া ঠেকিতেছে? এ কি হ'লো? (১ম অঙ্ক—৭৮)" শকুন্তলার অসুখের কারণ প্রিয়ংবদা যাহাই বুঝুক এবং ব্রহ্মচারী ঋষি যুবককে যাহাই বলুক, সামাজিকগণ মোটা-মুটি বুঝিলেন যে, অতি বিষম "আতপ-লঙ্ঘনে" শকুন্তলার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, তাই তাহার আতপজ্বালা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিস লইয়া প্রিয়ংবদা ছুটিয়াছে। "আতপ"—তাপ গ্রীষ্মের? না জ্বরের? এত লোক

অনসূয়া।— সহি মম বি এরিসী আসঙ্কা হিঅঅস্স। হোদু পুচ্ছিস্সং দাব ণং। (প্রকাশম্) সহি পুচ্ছিঅব্বা সি কিং বি। বলিঅং কৃখু দে সন্তাবো ॥ ৮ ॥

শকুন্তলা।— (পূর্ব্বার্দ্ধেণ পুষ্পশয্যামুদস্থ)। হলা কিং বত্তুকামা সি ॥ ৯ ॥

অনসূয়া।— হলা সউন্তলে অণব্ভন্তরা কৃখু অম্হে মঅণগঅস্স বুত্তন্তস্স। কিন্তু জাবিসী ইতিহাস ণিঅন্ধেসু কামঅমাণাণং অবথা সুণীঅই তাবিসীং দে পেক্খামি। কহেহি কিং ণিমিত্তং দে সন্তাবো। বিআরং কৃখু পবমথদো অজাণিঅ অণারম্ভো পডিআবসস ॥ ১০ ॥

রাজা।— অনসূয়ামপ্যনুগতো মদীয়স্তর্ক:। নহি স্বাভিপ্রায়েণ মে দর্শনম্ ॥ ১১ ॥

শকুন্তলা।— (আত্মগতম্) বলঅং কৃখু মে অহিণিএসো। দাণিং বি সহসা এদাণং ণ সক্কণোমি ণিএদেউং। ॥ ১২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! মম অপি ঈদৃশী আশঙ্কা হৃদয়স্য। ভবতু, প্রেক্ষ্যামি তাবৎ এনাম্। * * সখি! প্রষ্টব্যা অসি কিম্ অপি। বলীয়ান্ খলু তে সন্তাপঃ ॥ ৮ ॥

হলা কিং বক্তুকামাসি? ৯ ॥

হলা শকুন্তলে! অনভ্যন্তরে খলু আবাং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু যাদৃশী ইতিহাস-নিবন্ধেষু কাময়মানানাম্ অবস্থা শ্রূয়তে, তাদৃশীং তে প্রেক্ষে। কথয় কিং নিমিত্তং তে সন্তাপঃ। বিকারং খলু পরমার্থতঃ অজ্ঞাত্বা অনারম্ভ প্রতিকারস্য ॥ ১০ ॥

বলবান্ খলু মে অভিনিবেশঃ। ইদানীম্ অপি সহসা এতয়োঃ ন শক্নোমি নিবেদয়িতুম ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি! আমারও সেই আশঙ্কাই হচ্ছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসাই ক'রে দেখি না একে। (প্রকাশ্যে) সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই। তোর অসুখটা বড্ডই বেশী দেখতে পাচ্ছি? ॥ ৮ ॥

শকুন্তলা।—(শয্যা হইতে কুসুমাবৃত দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ উঁচু করিয়া) ওলো, কি যেন বল্‌তে চাচ্ছিলি ॥ ৯ ॥

অনসূয়া।—ওলো শকুন্তলে! আমরা দু'জন—মদনের ব্যাপার বুঝি না, ও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও পড়ি নি, কিন্তু লোকপরম্পরায় এবং পাঁজিপুথিতে যতটা জানিয়াছি, তাতে মদন-ভূতে পেলে যে দশা হয়, তোর সেই দশাই দেখছি। এখন খুলে বল্ ত, কার জন্য তোর এত কষ্ট! কি জন্য কি হ'লো—তা' ভালো ক'রে না জানতে পারলে কি প্রতিবিধান করা যায়? ১০ ॥

রাজা।—অনসূয়ারও দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আমারই মত সন্দেহ জন্মেছে। তা' হ'লে—আমি নিজের মনের মত ক'রে শকুন্তলাকে ভেবে নিচ্ছি—এ কথা আর বলা চলে না ॥ ১১ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগত) প্রাণ থাকতে কিছুতেই এ কথা প্রকাশ কর্ত্তে পারবো না। সখীরা যতই বকুক,—হঠাৎ বলতে ত আমার সাধ্যেই কুলবে না ॥ ১২ ॥

থাকিতে একা শকুন্তলারই কি যত কিছু গ্রীষ্মতাপ লাগিল? কেমন যেন পাঠ লাগিতেছে না। দুষ্যন্তকে দেখিয়া—একবারমাত্র সেই ফুলের গাছে জল দিতে দিতে দেখিয়া এবং ছাতিমগাছের তলে দু'চার মিনিট বসিয়াই কি আশ্রমবালিকার যে এত চিত্তবৈকল্য ঘটিল, তাহা ত মনে লয় না। অথচ সে শয্যাধরা হইয়া পড়িয়াছে,—প্রিয়ংবদা ঔষধ লইয়া দৌড়াইতেছে, আর পিসীমা শান্তিজল-পড়া লইয়া আসিতেছেন, দর্শকগণ, স্ব স্ব হৃদয়ানুসারে এক একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। যে জন্যই হউক না কেন, কারণ যাহাই হউক না কেন, আশ্রমের অধিদেবতা সরলা শকুন্তলাকে দেখা অবধি সকলেরই স্নেহতন্তু গিয়া তাহাকে ঘিরিয়াছে। সুতরাং রোগের নিদান-নিরূপণে সকলের ঐকমত্য না হইলেও পীড়িতা কণ্ব-দুহিতার জন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সমবেদনার অনাবিল ও উচ্ছল রসে সকলেরই নয়ন আর্দ্র হইল।

রঙ্গমঞ্চ হইতে যজমান-শিষ্য চলিয়া গিয়াছেন। কেমন যেন একটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দর্শকগণ কালক্ষেপ করিতেছেন। কি অসুখ, কিসের অসুখ, কেমন আছে সে,—ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত ও আকুলিত হইতেছে, এমনই

প্রিয়ংবদা।— সহি সুট্ঠু এসা ভণই। কিং অত্তণো আতঙ্কং উবেক্খসি? অণুদিঅহং ক্খু পরিহীঅসি অঙ্গেহিং। কেঅলং লাবণ্ণমঈ ছাআ তুমং ণ মুঞ্চই ॥ ১৩॥

রাজা।— অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহি

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃকাঠিন্যমুক্তস্তনং মধ্যঃ ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী ॥ ১৪॥

শকুন্তলা।— সহি কস্‌স বা অণ্ণস্‌স কহইস্‌সং। আআসইত্তিআ দাণিং বো ভবিস্‌সং ॥ ১৫॥

উভে।— অদো এব্ব ক্খু ণিব্বন্ধো, সিণিদ্ধজণসংবিহত্তং হি দুক্খং সজ্‌ঝবেঅণং হোই ॥ ১৬॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! সুষ্ঠু এষা ভণতি। কিম্ আত্মনঃ আতঙ্কম্ উপেক্ষসে। অনুদিবসং খলু পরিহীয়সে অঙ্গৈঃ। কেবলং লাবণ্যময়ী ছায়া ত্বাং ন মুঞ্চতি॥ ১৩॥

সখি! কস্য বা অন্যস্য কথয়িষ্যামি? আয়াসয়িত্রী ইদানীং যুবয়োঃ ভবিষ্যামি॥ ১৫॥

অতএব খলু নির্ব্বন্ধঃ, স্নিগ্ধ-জন-সংবিভক্তং হি দুঃখং সহ-বেদনং ভবতি॥ ১৬॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—সখি! অনসূয়া ঠিকই বল্‌ছে। কেন শুধু শুধু নিজের পীড়া উপেক্ষা কর্‌ছিস্? দিন দিন তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছিস্। শুধু শরীরের কান্তিটুকু ছাড়া তোর আর কি আছে—বল্ ত? ১৩॥

রাজা।—প্রিয়ংবদা সত্যই বলেছে। আহা! সে শকুন্তলা আর নাই। অমন সুগোল গাল দু'খানা শুকিয়ে টোল-খেয়ে গ্যাছে, সে পীনোন্নত বক্ষঃ বা স্তনের সে কাঠিন্য আর নাই, সব যেন কেমন ধ্'সে পড়েছে। কটিদেশ এতই কাহিল হয়েছে যে, বোধ হচ্ছে যেন শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ আর বইতে পার্চ্ছে না। ভুজমূল শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে আর অমন সুন্দর রং—কেমন যেন পাণ্ডুর—ফ্যাকাসে হয়ে গ্যাছে। আহা! বসন্ত-লতিকার পাতাগুলিতে যখন গ্রীষ্মের গরম হাওয়া লাগে,—তখন তা দেখে যেমন দুঃখও হয়, আবার দেখতেও ইচ্ছা করে, সেই প্রকার মদনের জ্বালায় শকুন্তলা যতই অভিভূত হউক, ইহাকে দেখতে যেমন প্রাণে ব্যথা লাগছে, তেমনি দেখতে ইচ্ছাও কর্চ্ছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে॥১৪॥

শকুন্তলা।—সখি! আর কাকেই বা বল্‌বো? তবে নিজের দুঃখের কথা ব'লে তোদেরও দুঃখের কারণ হবো মাত্র॥ ১৫॥

সখীদ্বয় —সেই জন্যই আমাদের শুন্‌বার জেদ। কেন না, প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথা বল্লে তার ভার অনেকটা লঘু হয়, এক জনের পক্ষে যেটা দুর্ব্বহ, ভাগ হ'লে তার ভার কতকটা তবু সহ্য করা যায়॥ ১৬॥

সময়ে—প্রভঞ্জন-দলিত বনস্পতিবৎ, স্বপ্নোত্থিত আহত-হৃদয় প্রেমিকবৎ রাজা দুষ্যন্ত দেখা দিলেন। দুর্ল্লভ প্রণয়ের তীব্র বিষে জর্জ্জরিত ব্যক্তির যেরূপ আকৃতি, চলাফেরা ঘটিয়া থাকে, রাজারও তদ্রূপ। দর্শকবৃন্দ তীব্র নয়নে ও সংশয়িত-মনে রাজাকে দেখিতে লাগিলেন॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—বসন্তের সমাগমে উদ্যানের তরুলতা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। তুমি জলসেচন কর-না-কর, উদ্যানে যাও-না-যাও, তাহার লতা-পাদপে ফুল আপনিই ফুটিবে। বসন্তের মলয়পবনে হেলিয়া দুলিয়া সে আপনিই কত খেলা খেলিবে। ফুলের খেলা তোমাকে দেখাইবার জন্য নহে, তোমাকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য নহে। সে প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি আপনিই খেলে। তখন কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না। কোকিল ভ্রমর প্রভৃতি তখন আপনিই আসিয়া সে উদ্যানে উপস্থিত হয়।

অপ্সরার গর্ভ-সম্ভবা শকুন্তলার হৃদয়ে, বসন্ত-সমাগমে উদ্যান-কুসুমবৎ, স্বর্গীয় প্রণয়কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমের আর কেহ তাহা জানিলেন না বা বুঝিতে পারিলেন না। সে কুসুমের নর্ত্তনে, সে কুসুমের সৌরভে শকুন্তলার হৃদয়োদ্যান পরিপূর্ণ।

সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় রাজার সহিত শকুন্তলার যখন প্রথম-সন্দর্শন-লাভ ঘটিয়াছিল এবং আশ্রমবাসিনী কণ্বদুহিতার শান্তহৃদয়ে আশ্রমের বিরোধিনী ভাবনার উদয় হইয়াছিল, তখন সখীরা শকুন্তলার চালচলন দেখিয়া, তাহাকে সময়োচিত ঠাট্টা-বিদ্রূপও একটু-আধটু করিয়াছিল, সত্য, কিন্তু ঋষিকন্যা—ঋষিপত্নীর গর্ভ-সম্ভবা কন্যা তাহারা—অপ্সরার কন্যা,—

রাজা।— স্পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা নেযং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনযা সতৃষ্ণম্ অত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি ॥ ১৭ ॥

শকুন্তলা।— সহি জদো পহুই মম দংসণপহং আঅদো সো তবোবণরক্খিআ রাএসী তদো আরহিঅ তগ্‌গএণ অহিলাসেণ এতদবত্থম্‌হি সংবুত্তা। ॥ ১৮ ॥

রাজা।— (সহর্ষম্) শ্রুতং শ্রোতব্যম্।
স্মর এব তাপহেতুর্নির্ব্বাপয়িতা স এব মে জাতঃ।
দিবস ইবাভ্রশ্যামস্তপাত্যয়ে জীবলোকস্য ॥ ॥ ১৯ ॥

শকুন্তলা।— তং জই বো অণুমঅং তহ বট্টহ জহ তস্‌স রাএসিণো অণুকম্পণীআ হোমি। অণ্ণহা অবস্‌সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং। ॥ ২০ ॥

রাজা।— সংশয়চ্ছেদি বচনম্। ॥ ২১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! যতঃ প্রভৃতি মম দর্শন-পথম্ আগতঃ সঃ তপোবনরক্ষিতা রাজর্ষিঃ, ততঃ আরভ্য তদ্গতেন অভিলাষেণ এতদবস্থা অস্মি সংবৃত্তা॥ ৮॥

তদ্ যদি যুবয়োঃ অনুমতং, তথা বর্ত্তেথাং যথা তস্য রাজর্ষেঃ অনুকম্পনীয়া ভবামি। অন্যথা অবশ্যং সিঞ্চত মে তিলোদকম্॥ ২০॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—যা'রা সুখে দুঃখে জীবনের চির-সঙ্গী, সেই সখীদ্বয় বার বার শকুন্তলার মনের ব্যথার কারণ যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে, তখন সে উহাদিগকে বলিবেই বলিবে এবং আমিও অচিরেই সে কারণ শুনিতে পাইব, সবই সত্য, আর সেই যে ছাড়াছাড়ির সময়ে বার বার বক্রকণ্ঠে আমার দিকে শকুন্তলা চাহিয়াছিল, তাহাও সত্য, তবুও কিন্তু—কি উত্তর হয়, মনোবেদনার প্রকৃত কারণ শকুন্তলা কি বলে—তাহা শুনিবার জন্য প্রাণ আমার ছট্‌ফট্ করিতেছে॥ ১৭॥

শকুন্তলা।—সখি! যে দিন হ'তে তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা সেই রাজর্ষিকে দেখেছি, তদবধি তাঁর বিষয় ভেবে ভেবে আমার এই দশা ঘটেছে॥ ১৮॥

রাজা।—(সানন্দে) যা' শুন্‌বার শুন্‌লাম—কন্দর্পই আমাকে ধিকি ধিকি দগ্ধ করিতেছিলেন, আবার তিনিই আমার বুক জুড়াইয়া দিলেন। বর্ষার দিনমান যেমন কিয়ংকাল প্রখর রৌদ্রে বিশ্ব তাপিত করিয়া পরে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া শ্যামচ্ছায়ায় জীবলোকের তাপ দূর করে, আজ কন্দর্পও আমার পক্ষে ঠিক তাহাই করিলেন। শুধু আমি নহি, শকুন্তলাও আমারই জন্য তাঁহার শরব্য জানিয়া আমার সকল কষ্টের আজ অবসান হইল॥ ১৯॥

শকুন্তলা।—তা' তোরা যদি সঙ্গত মনে করিস্, তবে যাতে সেই রাজর্ষির আমার প্রতি দয়া হয়,—সেই ভাবে কাজ কর্, না হ'লে—আমার উদ্দেশে এক গণ্ডূষ তিলজল দে, মৃত্যু আমার নিশ্চিত॥ ২০॥

রাজা।—এই কথায় আমার সকল সন্দেহ মিটিল॥ ২১॥

(love child) শকুন্তলার হৃদয়ের নবোদিত প্রণয়ারুণের আরক্ত আভা ঠিক ধরিতে পারে নাই। গাছের গায়ে লতার দুলে দুলে নাচন এবং ফুলের উপর ভ্রমরের পতন, সখীদ্বয় যে চোখে দেখিয়া থাকে, চাঁদের পাশে চকোরীর উল্লাস এবং মালিনীর তরঙ্গমালায় সারসের সন্তরণ তাহারা যেমন সরলভাবে দেখে ও দেখিয়া নিরাবিল আনন্দে আপ্লুত হয়,—মৃগয়াবেশী রাজাধিরাজের সমক্ষে শকুন্তলার ঈষৎ ভাবান্তর, হৃদয়ের ঈষৎ আকম্পনও তাহারা সেইভাবে দেখিয়াছিল। তাহা যে শকুন্তলার হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিবে বা তাহাতে যে শকুন্তলা আত্মহারা হইয়া পড়িবে, ইহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা জানে—অসীম নীলিমায় একটা সুকণ্ঠ পাখী যখন ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া যায়,—তখন সেই ডাকে আকাশ-পাতাল মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিলেও, পরক্ষণেই সব মিটিয়া যায়। চকিতের মত প্রাণে একটা কি-যেন কেমন ভাব জাগাইয়া ঐ কলস্বর ক্রমে অসীমেরই বক্ষে মিশিয়া যায়। উহাতেও যে শান্তসমুদ্রেও ঢেউ উঠিতে পারে, ইহা সখীদ্বয়ের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। দুষ্মন্তের সহিত তিনজনেরই দেখা

প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকম্)। অণসূত্র দূরগঅমন্মহা অক্খমা ইঅং কালহরণস্স। জস্সিং বন্ধভাবা এসা সো ললামভূতো পোরবাণং। তা জুত্তং সে অহিলাসো অহিণন্দিউং ॥ ২২ ॥

অনসূয়া।— তহ জহ ভণাসি। ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— (প্রকাশম্) সহি দিট্‌ঠিআ অণুরবো দে অহিণিএসো। সাঅরং বজ্জিঅ কহিং বা মহাণঈ ওতরই। কো দাণিং সহআরং অন্তরেণ অতিমুত্তলআং পল্লবিআং সহই ॥ ২৪ ॥

রাজা।— কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ত্তেতে ॥ ২৫ ॥

অনসূয়া।— কো উণ উবাও ভবে জেণ অবিলম্বিঅং ণিহুঅং অ সহীএ মনোহরং সম্পাদেম ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণিহুঅং ত্তি চিন্তণীঅং ভবে সিগ্‌ঘং ত্তি সুঅরং ॥ ২৭ ॥

অনসূয়া।— কহংবিঅ। ॥ ২৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনসূয়ে! দূরগতমন্মথা অক্ষমা ইয়ং কালহরণস্য। যস্মিন্ বদ্ধভাবা এষা, সঃ ললামভূতঃ পৌরবাণাম্। তৎ যুক্তম্ অস্যাঃ অভিলাষঃ অভিনন্দিতুম্ ॥ ২২ ॥

তথা যথা ভণসি ॥ ২৩ ॥

সখি! দিষ্ট্যা—অনুরূপঃ তে অভিনিবেশঃ। সাগরং বর্জ্জয়িত্বা কুত্র বা মহানদী অবতরতি! ক ইদানীং সহকারম্ অন্তরেণ অতিমুক্তলতাং পল্লবিতাং সহতে।

কঃ পুনঃ উপায়ঃ ভবেৎ, যেন অবিলম্বিতং ... চ সখ্যাঃ মনোরথং সম্পাদয়াবঃ ॥ ২৬ ॥

নিভৃতম্—ইতি চিন্তনীয়ং ভবেৎ, শীঘ্রম্ ইতি সুকরম্ ॥২৭॥

কথম্ ইব? ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে! যা দেখছি, তাতে শকুন্তলা অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে। দু'দিন সহ করিবার শক্তিও আর ইহার নাই। যাঁকে চিত্ত সমর্পণ করেছে,—তিনি পুরুবংশের অলঙ্কার, মস্ত লোক। সুতরাং সখীর এ অভিলাষ সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য ॥ ২২॥

...।—ঠিকই বল্‌ছিস্ ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—(প্রকাশ্যে) সখি শকুন্তলে! রাজার প্রতি তোর এই অনুরাগ সত্যি তোরই যোগ্য। ভাখ্,—মহানদী সাগরেই গিয়ে আপনাকে সঁপিয়া দায়।—আবার সহকার ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষ কি পত্র-পল্লব-ভারময়ী অতিমুক্তলতার নির্ভর সইতে পারে? সুতরাং তোদের উভয়ের এই অনুরাগ সর্ব্বাংশেই উভয়েরই অনুরূপ ॥ ২৪ ॥

রাজা।—বাঃ! দুই সখীরই দেখ্‌ছি—এক সুর, শকুন্তলার মতেই মত। তা না-ই-বা হবে কেন? বিশাখা-নাম্নী তারা দু'টি সর্ব্বদাই যে চন্দ্রবিম্বের অনুকরণ করিবে,—তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। উহাই হইল উহাদের স্বভাব ॥ ২৫ ॥

অনসূয়া।—এমন কি উপায় একটা হ'তে পারে, যাতে তাড়াতাড়ি অথচ খুব গোপনে সখীর অভিলাষ পূর্ণ করা যায়? ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—গোপনে পাঠানই শক্ত। নতুবা তাড়াতাড়ি রাজর্ষির কৃপালাভ খুব সহজেই হ'তে পারে। ॥ ২৭ ॥

অনসূয়া।—কেমন? ॥ ২৮ ॥

শুনা হইয়াছিল। অনসূয়া ততটা না করুক, প্রিয়ংবদা যথেষ্ট 'দুষ্টুমিও' করিয়াছিল। এক আনায় আঠারো আনা শুনাইয়া দিয়াছিল,—তখনকার কথা তখনই মিটিয়া গিয়াছে। তাহার যে আবার শেষ—লাগাড় থাকিয়া যাইবে, ইহা সরলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ধারণাও করিতে পারে নাই।

কুশাহরণ-রত ঋষিশিষ্যের মুখে শুনিয়াছি,—গ্রীষ্মের প্রবল-সন্তাপে শকুন্তলা অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছে, প্রিয়ংবদা তাহার জন্য পদ্মপত্রের পাখা ও শীতল প্রলেপ প্রভৃতি লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।—এ দিকে তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভেই দেখিতেছি,—প্রণয়াহত শিকারী রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমের উপদ্রব শান্তি করিয়া, যে স্থানে দুপুরবেলা শকুন্তলা শান্তি-লাভ করে, মালিনীতীরের সেই লতাকুঞ্জের আশে-পাশে ঘুরিতেছেন। এবার মৃগের সন্ধানে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে নহে, মৃগাক্ষী শকুন্তলার সন্ধানে, ফুল-শরের তিনি শরব্য হইয়া পড়িয়াছেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

প্রিয়ংবদা।— ণং সো রাএসী ইমস্‌সিং সিণিদ্ধদিট্‌ঠিএ সুইআহিলাসো ইমাই দিঅহাই পজাঅরকিসো লক্‌খীঅই। ॥ ২৯ ॥

রাজা।— সত্যমিত্থম্ভূত এবাস্মি। তথাহি

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণমণীকৃতং নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে ॥ ॥ ৩০ ॥

প্রিয়ংবদা।— (বিচিন্ত্য) হলা মঅণলেহো সে করীঅউ। ইমং দেঅসেসাবদেসেন সুমনোগোবিঅং কবিঅ সে হত্থঅং পাবইস্‌সং। ॥ ৩১ ॥

অনসূয়া।— রোঅই মে সুউমারো পওও। কিংবা সউন্তলা ভণাই ॥ ৩২ ॥

শকুন্তলা।— কো নিওও বিকপ্‌পীঅই। ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—তেণ হি অত্তণো উবণ্ণাসপুব্বং চিন্তেহি দাব কিংবি ললিঅপদবন্ধণং ॥ ৩৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—নন্ন সঃ রাজর্ষিঃ অস্যাং স্নিগ্ধ-দৃষ্ট্যা সূচিতাভিলাষঃ ইমানি দিবসানি প্রজাগর-কৃশঃ লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

হলা,—মদন-লেখঃ অস্যৈ ক্রিয়তাম্। ইমং দেব-সেবাপদেশেন সুমনোগোপিতং কৃত্বা অস্য হস্তং প্রাপয়িষ্যামি ॥ ৩১ ॥

রোচতে মহ্যং সুকুমারঃ প্রয়োগঃ। কিংবা শকুন্তলা ভণতি ॥ ৩২ ॥

কঃ নিয়োগঃ বিকল্প্যতে? ৩৩ ॥

তেন হি আত্মনঃ উপন্যাসপূর্ব্বং চিন্তয় তাবৎ কিমপি ললিতপদ-বন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রিয়ংবদা।—মনে নাই,—সেই রাজর্ষি কত-বার শকুন্তলার দিকে সপ্রণয়-নয়নে চেয়েছিলেন? তাতেই তাঁর হৃদয়ের অভিলাষ বেরিয়ে পড়েছে। আবার এই ক'দিনে চেহারাটাও যেন রাত জেগে জেগে কাহিল হয়ে গ্যাছে ॥ ২৯ ॥

রাজা।—তাই ত, কাহিলই ত হয়েছি সত্য। এই যে হাতের সোনার বালাগাছটা কত ঢিল্ হয়ে গ্যাছে—এবং বার বার প্রকোষ্ঠ হ'তে খ'সে পড়ছে, কতবারই বা আর সরাবো? ভালো লাগে না,—সারা রাত্রি হাত শিয়রে দিয়ে শুয়ে থাকি, হৃদয়ের আগুনে চোখের জল পর্য্যন্ত গরম, হাত বেয়ে সেই গরম চোখের জল গিয়ে বালায় খচিত মণিগুলিতে লাগায়, তারা একেবারে কালো হয়ে গ্যাছে। ধনুকের ছিলা টান্‌তে টান্‌তে প্রকোষ্ঠে কত বড় একটা (ঘাঁটা) দাগ পড়েছে, কিন্তু এতই শুকিয়ে গিছি যে, বালাগাছটা সে দাগের ভিতরেও আর বসে না, ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে ॥ ৩০ ॥

প্রিয়ংবদা।—(একটু ভেবে) ওলো, একখানা প্রণয়পত্রিকা তৈরী করা যা'ক্, পরে দেবতার প্রসাদের ছল ক'রে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাজাকে পাঠিয়ে দেবো ॥ ৩১ ॥

অনসূয়া।—মতলবটা খুব সুন্দর মনে হচ্ছে, দেখা যাক্—শকুন্তলা কি বলে? ॥ ৩২ ॥

শকুন্তলা।—কোন্ দিন তোদের কোন্ কথায় আপত্তি করে' থাকি? ৩৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—তা হ'লে নিজের অভিপ্রায়মত খুব সুন্দর একটি গীতিকবিতা তৈরী কর্ দেখি ॥ ৩৪ ॥

"ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেমরত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মুক্তা ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল।" (নবীনচন্দ্র)

অতি সহজে, বিনা আয়াসে অনাবিদ্ধ রত্ন পাওয়া যায় না। ভারতেশ্বর— সই প্রথমে—একবার 'বিটপান্তরিত' হইয়া নয়ন-মন সার্থক করিয়াছিলেন। এবারেও ঘুরিতে ঘু'রতে আসিয়া ঠিক জায়গাতেই পৌঁছিয়াছেন ও হৃদয়ের বস্তু পাইয়াছেন,—তাই যে প্রথার প্রথমবারের সিদ্ধি, এবারেও সেই—সুপরিচিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া, গিয়া লতাবেষ্টনের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকারী তিনি। নিবিড় বনে—শুধু পায়ের দাগ—দেখিয়া—শিকার খুঁজিয়া বাহির করাই তাঁহার অভ্যাস। ও বিষয়ে তিনি একেবারে "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ষ্টুডেণ্ট।" এবারেও ঐ নৈপুণ্যের বলে—শিকারের সন্ধান পাইলেন। বালির

শকুন্তলা ।— চিন্তেমি অহং । অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং ॥ ৩৫ ॥

রাজা ।— অয়ং স তে তিষ্ঠতি সঙ্গমোৎসুকো বিশঙ্কসে ভীরু যতোঽবধীরণাম্ ।
লভেত বা প্রার্থয়িতা ন বা শ্রিয়ং শ্রিয়া দুরাপঃ কথমীপ্সিতো ভবেৎ ॥ ॥ ৩৬ ॥

সখ্যৌ ।— অত্তগুণাবমাণিণি কো দাণিং সরীরনিব্বাবইত্তিঅং সারদিঅং জোসিণিং পড়ন্তেণ বারেই । ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা ।—(সস্মিতম্) ণিওইআ দাণিং ম্হি । (উপবিষ্টা চিন্তয়তি) ॥ ৩৮ ॥

রাজা ।— স্থানে খলু বিস্মৃতনিমেষেণ চক্ষুষা প্রিয়াম্ অবলোকয়ামি । যতঃ
উন্নমিতৈকভ্রূলতমাননমস্যাঃ পদানি রচয়ন্ত্যাঃ ।
কণ্টকিতেন প্রথয়তি ময্যনুরাগং কপোলেন ॥ ॥ ৩৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—চিন্তয়ামি অহম্ । অবধীরণ-ভীরুকং পুনঃ বেপতে মে হৃদয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

আত্ম-গুণাবমানিনি ! কঃ ইদানীং শরীর-নির্ব্বাপয়িত্রীং শারদীং জ্যোৎস্নাং পটান্তেন বারয়তি ? ॥ ৩৭ ॥

নিয়োজিতা ইদানীম্ অস্মি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—শকুন্তলা ।—আচ্ছা, ভাব্‌ছি । কিন্তু পাছে তাতে কেউ কান না ছায়, এই ভয়ে বুক্ দুর্‌দুর্ কাঁপছে ॥ ৩৫ ॥

রাজা ।—অয়ি ভীরু ! যে তোমার গানে কান দেবে না, তোমায় অবজ্ঞা কর্‌বে ভাব্‌ছো, সেই ব্যক্তি একবার-মাত্র তোমার সঙ্গে মিল্‌বার জন্য, এই দেখ, আকুলিত-হৃদয়ে এই দাঁড়িয়ে । প্রিয়ে ! যে লক্ষ্মীকে চায়, সে তাঁকে পাক্-না-পাক্, লক্ষ্মী স্বয়ং যাকে অনুগ্রহ কর্‌তে চান, সেই ব্যক্তিকে ত অতি সহজেই পাইতে পারেন ? ৩৬ ॥

সখীদ্বয় ।—শকুন্তলে ! তুই এমন কোরে নিজের গুণের অপমান করিস্ নে । তোকে যে একবার অনুরাগের চক্ষে দেখেছে, সে তোর গান শুন্‌বে না বা তোর চিঠি পড়্‌বে না,—এ ধারণা কি কোরে হলো তোর ? বল্ দেখি—দেহ-মনের সন্তাপহারিণী শরতের জ্যোৎস্নাকে কেউ কি অঞ্চলাবরণে আড়াল ছায় ? ৩৭ ॥

শকুন্তলা ।—(স-মন্দহাস্যে) যা বলিস্ তোরা, কচ্ছি (উঠিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

রাজা ।—আহা ! কি সুন্দর ছবি ! নির্নিমেষনয়নে এ সময়ে প্রিয়াকে একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লই ।—আমাকে পত্রে যে চিঠি দিতে হইবে, প্রিয়া তাহার পদগুলি কত নিপুণতার সহিত চিন্তা করিতেছেন,—একটা ভ্রূ মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কুঞ্চিত ও উর্দ্ধে উত্তোলিত হইতেছে, যেন মনের মধ্যে কত ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে । সারা মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে ও কপোল রোমাঞ্চিত হইয়া যেন আমার উপর সখীর অনুরাগের কথা ইঙ্গিতে জানাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

উপর লতাকুঞ্জের দ্বারে পায়ের দাগ । তাহাও আবার ভিতরে ঢুকিবার, বাহিরে আসিবার নহে, সুতরাং আর মারে কে ?—নিশ্চয়ই ঐ কুঞ্জের মধ্যে কুঞ্জেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন, করিতে বাধ্য । এতবড় অনুমান, প্রত্যক্ষের চেয়েও বলবত্তর অনুমান কদাচ বৃথা হইতে পারে না । তাই নরনাথ আশ্বস্তহৃদয়ে ও বিশ্বস্ত নয়নে লতার ফাঁক দিয়া যেমন মনের ধনুকে দৃষ্টিবাণের যোজনা করিলেন, অমনি দেখিলেন—দুই সখীর সহিত শিকার সম্মুখে ! পৃথিবীপতি দুষ্যন্তকে ভুলিয়া, এই আত্মগোপনপর—প্রণয়ার্ত্ত দুষ্যন্তের সহিত আমাদিগকেও একটু ঘুরিতে হইবে । আড়ালে দাঁড়াইয়া অবলাদের বিশ্রম্ভালাপ—মনের কথা শোনা রাজোচিত ত নয়ই, প্রকৃত মনুষ্যোচিতও নয়,—ইহা মানুষ দুষ্যন্ত বেশ ভালো রকমেই বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই প্রথমবারের মতন এবারেও গিয়া লতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়া দাঁড়াইলেন ।

যে যাহা চায়—তাহার আংশিক লাভে প্রার্থীর পিপাসার বৃদ্ধিই হয়, দুষ্যন্তরও হইতেছিল । সঙ্গিন মামলা,—সুতরাং শেষ আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত মন কাহার না অস্থির থাকে । শুধু নিম্ন বা উচ্চ বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে জয়োল্লাসে মাতিলে চলিবে না, উচ্চতম বিচারালয়ের কথা মনে রাখিতে হইবে । দুষ্যন্তর যে মামলা, শকুন্তলার হৃদয়ে তাহার সম্বন্ধে

শকুন্তলা।— হলা চিন্তিঅং মএ গীঅবত্থু। নহু সন্নিহিআণি উণ লেহণসাহণাণি ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ংবদা।— ইমস্‌সিং সুওদরসুউমারে ণলিণীবত্তে ণহেহিং ণিক্‌খিত্তবন্নং করেহ ॥ ৪১ ॥

শকুন্তলা।— (যথোক্তং রূপযিত্বা) হলা সুণুহ দাণিং সংগঅত্থং ণবত্তি ॥ ৪২ ॥

উভে।— অবহিঅহ্ম। ॥ ৪৩ ॥

শকুন্তলা।— (বাচয়তি)

তুজ্‌ঝ ণ আণে হিঅঅং মহ উণ কামো দিবা বি রত্তিং বি।
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাই অঙ্গাই ॥ ॥ ৪৪ ॥

রাজা।— (সহসোপসৃত্য)

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথা শশাঙ্কং ন তথাহি কুমুদ্বতীং দিবসঃ ॥ ॥ ৪৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা চিন্তিতং ময়া গীতবস্তু। ন হি সন্নিহিতানি পুনঃ লেখন-সাধনানি ॥ ৪০ ॥

অস্মিন্ শুকোদর-সুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্ত-বর্ণং কুরু ॥ ৪১ ॥

হলা—শৃণুতম্ ইদানীং, সঙ্গতার্থং ন বা—ইতি ॥ ৪২ ॥

অবহিতে স্বঃ ॥ ৪৩ ॥

তব ন জানে হৃদয়ম্, মম পুনঃ কামঃ দিবা অপি রাত্রৌ অপি। নির্ঘৃণ! তপতি বলীয়ঃ—ত্বয়ি বৃত্ত-মনোরথানি অঙ্গানি ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—ওলো, গান একটা যা' হোক্ ভেবেছি, কিন্তু লিখ্‌বার কিছু ত নিকটে নাই ॥ ৪০ ॥

প্রিয়ংবদা।—এই টিয়ে পাখীর পেটের তলার মতন নরম পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে কোনমতে অক্ষরগুলি লিখে নে ॥ ৪১ ॥

শকুন্তলা।—(তাহাই করিয়া) ওলো, একবার শোন্ ত,—ঠিক হলো কি না ॥ ৪২ ॥

সখীদ্বয়।—শুন্‌চি, বল্ ॥ ৪৩ ॥

(শকুন্তলা প্রণয়পত্রিকা পড়িতে লাগিলেন)

"হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।" (বিদ্যাসাগর) অর্থাৎ হে নির্দ্দয়! তোমার মনে আমার কথা জাগিতেছে কি না, জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত অঙ্গ সর্ব্বদা তোমার ধ্যানেই নিমগ্ন, চক্ষু চায় তোমাকে দেখিতে, হস্ত চায় তোমাকে স্পর্শ করিতে, কর্ণ চায় তোমার মধুর কথা শুনিতে এবং মুখ চায় তোমারই বিষয়ে আলাপ করিতে। হে কঠিন, তুমি ত জানো না যে, কি দিন কি রাত্রি—সমানভাবে কন্দর্প আমাকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

রাজা।—(সহসা কাছে গিয়া) অয়ি কৃশাঙ্গি! মদন তোমাকে তাপিত করিতেছে, সত্য, কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমাকে নিরন্তর পোড়াইয়া মারিতেছে। তুমি কি জানো না, যে, দিবাভাগে চন্দ্র যতটা বিপন্ন হন্, কুমুদিনী ততটা হয় না ॥ ৪৫ ॥

তাই শেষ সিদ্ধান্ত জানিতে তিনি স্বতঃই উৎসুক ছিলেন, এখন এই নির্জ্জন লতাকুঞ্জে—তাহাকে পাইয়া মামলার সমস্ত নথিপত্র একবার স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে তিনি আকুল হইলেন। "রেকর্ডরুমের" দরজা হয় ত খোলা,—এমন সুযোগ আর হইবে না,—রাজচক্ষু তাই অনিমেষনেত্রে লতাবৃতির ফাঁক দিয়া শিলাতলে কুসুমশয্যায় শয়ানা কণ্বদুহিতার দিকে চাহিয়া তাহার মর্ম্মের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত খুঁজিতে লাগিলেন।

সখীরা পদ্ম-পত্রের পাখায় হাওয়া করিতেছে, রাশীকৃত ফুলের মধ্যে শকুন্তলা পড়িয়া। শরীর কৃশ, বর্ণ পাণ্ডুর,—স্বর ক্ষীণ। একদিন যে সুন্দরী নিতম্বিনীকে ফুলগাছে জল ঢালিতে দেখিয়া,—ঐরূপ কঠিন কাজের ভার দেওয়ার জন্ম তাত কণ্বকে পর্য্যন্ত দুষ্যন্ত, হৃদয়হীন বলিয়াছিলেন, যাহার সহিত তুলনায় নিজের অন্তঃপুরলক্ষ্মীদের পর্য্যন্ত আত্মকৃত্য করিয়াছিলেন,—সেই শকুন্তলার এই দশা। দুষ্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িলেন। "হাওয়া করিতেছি, একটু উপশম বোধ হইতেছে কি না"—সখীদের এই প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা যখন বলিল,—"তোরা কি বাতাস কচ্ছিস্?"—তখন সখীদ্বয়ের ত প্রাণ উড়িয়া গেলই—

সখ্যৌ।— (সহর্ষম্) সাঅদং অবিলম্বিণো মণোরহস্স ॥ ৪৬ ॥
শকুন্তলা।— (অভ্যুত্থাতুমিচ্ছতি) ॥ ৪৭ ॥
রাজা।— অলমলমায়াসেন।

সন্দষ্টকুসুমশয়নান্যাশু ক্লান্তবিসভঙ্গসুরভীণি।
গুরুপরিতাপানি ন তে গাত্রাণ্যুপচারমর্হন্তি ॥ ॥ ৪৮ ॥

অনসূয়া।— ইদো সিলাতলেক্কদেসং অলঙ্করেউ বঅস্সো। ॥ ৪৯ ॥
রাজা।— (উপবিশতি)
শকুন্তলা।— সলজ্জং তিষ্ঠতি। ॥ ৫০ ॥
প্রিয়ংবদা।— দুবে ণং বি বো অন্নোন্নাণুরাও পচ্চক্‌খো। সহীসিণেহো মং পুণরুত্তবাদিণিং করেই ॥ ৫১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—স্বাগতম্ অবিলম্বিনঃ মনোরথস্য ॥ ৪৬ ॥

ইতঃ শিলাতলৈকদেশম্ অলঙ্করোতু বয়স্যঃ ॥ ৪৯ ॥

দ্বয়োঃ অপি যুবয়োঃ অন্যোন্যানুরাগঃ প্রত্যক্ষঃ। সখীস্নেহং মাং পুনরুক্তবাদিনীং করোতি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—সখীদ্বয়।—আসুন্ আসুন্, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া, ঠিক যে সময়টিতে আপনার দরকার, তখনই এসেছেন,—এটা বড়ই আনন্দের। আসুন ॥ ৪৬ ॥

(শকুন্তলা উঠ্‌তে চাচ্ছিলেন) ॥ ৪৭ ॥

রাজা।—থাক্ থাক্, কষ্ট কর্ত্তে হবে না। কেননা—অতিকোমল কুসুম-শয্যায় থাকিয়াও তোমার যে অঙ্গলতিকা ছট্‌ফট্ করিতেছে এবং অভিনব মৃণালখণ্ড-সমূহের সংঘর্ষণে অপূর্ব্ব সৌরভময় হইয়াছে, তাদৃশ অতিপরিতপ্ত শরীরকে কষ্ট দিয়া আমার সহিত লোকাচার রক্ষা করা উচিত নহে। তুমি উঠিও না ॥ ৪৮ ॥

অনসূয়া।—বয়স্য! তা হ'লে আমাদের এই শিলাখণ্ডেরই একপাশে একটু বসুন ॥ ৪৯ ॥

(রাজা উপবেশন করিলেন, শকুন্তলাও লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন) ॥ ৫০ ॥

প্রিয়ংবদা।—আপনাদের উভয়েরই অনুরাগ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং ও সম্বন্ধে কিছু কিছু না বল্লেও চলে। কিন্তু সখীর দশা দেখে চুপ্ ক'রে থাক্‌তেও পার্চ্ছি নে, তাই দু'একটা কথা বল্‌তে চাই ॥ ৫১ ॥

"এবার বুঝি আর টেঁকে না" ভাবিয়া তাহারা ত অতীব আকুল হইলই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুষ্মন্তেরও চিন্তা বাড়িল। "সাপটা ঢোঁড়া না হয়" তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা অত্যন্ত অসুস্থ,—তা উপায় কি? তবে বিধাতার কৃপায় এই অসুখটা যদি আতপতাপে না হইয়া তাপান্তরে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার এ যাত্রায় মৃগয়া করিতে আসা সফল হয়। তাঁহারা রাজারাজড়া, মৃগয়া ত একপ্রকার তাঁহাদের ব্যবসায়। কতবার, জীবনে কত মৃগয়া করিয়াছেন, কিন্তু এত বড় মৃগয়া আর করেন নাই। আনায়বদ্ধ কুরঙ্গিণীকে প্রাণে প্রাণে করগত করিবার মানসে, নৃপতি তিনি তস্করের মতন, অপরাধীর মতন, শঙ্কাতুরহৃদয়ে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইতেছেন।—আন্দাজ করিয়া একা একা এখানে আসিয়াছেন। সঙ্কেতদর্শনে ঠিক স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,—সমস্তই ঠিক হইয়াছে, এখন যেটুকু বাকি, সেইটুকুর জন্য দুষ্মন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন।

ফুলের বিছানায় অনাবৃতাঙ্গী শীর্ণকায়া শকুন্তলা শুইয়া, আর সখীদ্বয় উৎসুক-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া, কখনো বা স্তনদ্বয়ে শীতল প্রলেপদানে ব্যস্ত, কখনো মাথা টিপিয়া দিচ্ছে, কখনো বা হাওয়া করিতেছে।—তাহাদের মুখচ্ছবি দেখিলে মনে হয়, সান্নিপাতিক বিকারেও এত উৎকণ্ঠা জন্মে না। দর্শনপটু রাজা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন। নিদাঘ-তাপার্ত্ত অনেক অন্তঃপুর-সুন্দরী যুবতীকে তিনি ত দেখিয়াছেন,—এত সুন্দর ত তা'দিগে তখন দেখেন নাই! যতটা অভিজ্ঞতা জীবনে সঞ্চয় করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার দৃঢ়ধারণা জন্মিয়াছে যে,—না—এটা শুধু গ্রীষ্মের তাপ-জনিত ক্লেশ নহে, তদপেক্ষা অন্য কোন গুরুতর ব্যাধি। নিপুণ চিকিৎসকের চক্ষে রাজা রোগীর রোগনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যত দেখেন, রোগ সম্বন্ধে সংশয় ততই প্রবল হয়।—তিনি মহা ফাঁপরে পড়িলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—অনসূয়া নেহাৎ

রাজা।— ভদ্রে নৈতৎ পরিহার্য্যম্। বিবক্ষিতং হি অনুক্তম্ অনুতাপং জনয়তি ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ংবদা।— আবন্নস্‌স বিসঅবাসিণো অত্তিহরেণ রণ্ণা হোঅব্বং ত্তি এসো বো ধম্মো ॥ ৫৩ ॥

রাজা।— নাস্মাৎ পরম্। ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ংবদা।— তেন হি ইঅং ণো পিঅসহী তুমং উদ্দিসিঅ ইমং অবত্থন্তরং ভঅবদা মঅণেণ আরো-বিআ। তা অরিহসি অব্ভুববত্তীএ জীবিঅং সে অবলম্বিউং ॥ ৫৫ ॥

রাজা।— ভদ্রে সাধারণোঽয়ং প্রণয়ঃ। সর্ব্বথা অনুগৃহীতোঽস্মি ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।— (প্রিয়ংবদামবলোক্য) হলা কিং অন্তেউব বিরহপজ্জুস্‌সুঅস্‌স রাএসিণো উবরোহেণ। ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।
যদি সমর্থয়সে মদিরেক্ষণে মদনবাণহতোঽস্মি হতঃ পুনঃ ॥ ॥ ৫৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আপন্নস্য বিষয়বাসিনঃ আর্ত্তি-হরেণ রাজ্ঞা ভবিতব্যম্—ইতি এবঃ বঃ ধর্ম্মঃ ॥ ৫৩ ॥

তেন হি ইয়ম্ আবয়োঃ প্রিয়সখী ত্বাম্ উদ্দিশ্য ইদম্ অবস্থান্তরম্ ভগবতা মদনেন আরোপিতা। তৎ অর্হসি অভ্যুপপত্ত্যা জীবিতম্ অস্যাঃ অবলম্বিতুম্। ৫৫ ॥

হলা, কিম অন্তঃপুর-বিরহপর্য্যুৎসুকস্য রাজর্ষেঃ উপরো-ধেন ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভদ্রে। না বলাটা ঠিক নয়। যেটা বল্‌তে ইচ্ছা হয়, না বল্লে মনঃপীড়া জন্মে ॥ ৫২ ॥

প্রিয়ংবদা।—নিজের অধিকারে যারা বসবাস করে, তাহাদের দুঃখকষ্ট নিবারণ করাই আপনাদের প্রধান রাজধর্ম্ম নয়? ৫৩ ॥

রাজা।—এর চেয়ে বড় আমাদের আর কোনো ধর্ম্ম নাই॥৫৪

প্রিয়ংবদা।—তা' যদি হয়, তবে, আমাদের এই প্রিয়সখী আপনাকে ভাবিয়া ভাবিয়া—এই দশায় এসে পৌছিয়েছে, মদনের অত্যাচারে এর প্রাণ ওষ্ঠাগত, যেরূপ অনুগ্রহে হয়, ইহার প্রাণরক্ষা করা আপনার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ উচিত ॥ ৫৫ ॥

রাজা।—ভদ্রে! এই অনুরোধে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম।—কিন্তু—আপনার সখীর জীবনরক্ষার জন্য যেমন আমাকে অনুরোধ কর্চ্ছেন,—দয়া করিয়া, এ অধীনের জন্যও তাঁহাকে একটু বলুন। দু'জনেরই সমান অবস্থা ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।—(প্রিয়ংবদার দিকে চেয়ে) ওলো প্রিয়ংবদে। আমার মনে হয়, রাজর্ষির হৃদয় রাণীদের বিরহে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, সুতরাং উঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করা বৃথা ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—অয়ি চঞ্চলাক্ষি! তুমি সর্ব্বক্ষণই ত আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, সুতরাং আমার মনের অবস্থা সমস্তই বিদিত আছ, তবুও যদি আমাকে অন্যাসক্ত বলিয়া ধারণা কর, তবে জানিলাম—এতদিন মদনের বাণে যে প্রাণ প্রায় যায় যায় হইয়াছে, তাহা আজ সত্যই গেল। আজ আমার প্রকৃত মৃত্যুর দিন উপস্থিত। তোমার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যু শতবার শ্রেয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ভালো মানুষ, সাত পাঁচে নাই। কিন্তু প্রিয়ংবদা শুধু 'প্রিয়ংবদা' নহে, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিও বটে। তাহার চোখ এড়ায়, এমন বস্তু বা কাজ অতি অল্পই আছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, "ও গাছটায় শকুন্তলা কেন জল ঢালে, ঐ লতার ফুলগুলির দিকে শকুন্তলা কেন আড়-নয়নে তাকায়, আর ঐ লতালিঙ্গিত তরুটিকে শকুন্তলা কেন অত প্রাণ ভরিয়া দেখে"—ইত্যাদি কঠিন স্থান সমূহের শ্রবণমনোহর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সে পরম পণ্ডিত। এ ক্ষেত্রেও শকুন্তলার ব্যাধি তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আঁচে অনেকটা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। শকুন্তলা তাহাদের দুই সখীর প্রাণের চেয়েও অধিক। পূর্ব্বে আলবাল-পূরণের সময়ে হাসিঠাট্টা যাহাই করুক না কেন, এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ও সব আর আসে না। সখীদ্বয় সত্যই শকুন্তলার জন্য ভাবিয়া অস্থির হইয়াছে।—প্রিয়ংবদা'র কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। আর কখনো ত এমন মুস্কিলে তাহারা পড়ে নাই। ঐ সে দিন যে রাজর্ষি দুষ্যন্তকে দেখিয়াছিল, তদবধিই

অনসূয়া ।— বঅস্স বহুবল্লহা রাআণো সুণীঅন্তি । জহ ণো পিঅসহী বন্ধুঅণসোঅণীআ ণ হোই তহ ণিব্বহেহি । ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।— ভদ্রে কিং বহুনা ।

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে ।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ॥ ৬০ ॥

উভে ।— ণিব্বুঅ ম্হ । ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ংবদা ।— (সদৃষ্টিক্ষেপম্ ।) অনসূএ জহ এসো ইদো দিন্নদিট্‌ঠী উস্‌সুও মঅপোতঅো মাঅরং অণ্ণেসই এহি সংজোএম ণং । [উভে প্রস্থিতে ॥ ৬২ ॥

শকুন্তলা ।— হলা অসরণ ম্‌হি অণ্ণঅরা বো আঅচ্ছউ ॥ ৬৩ ॥

উভে ।— পুহবীএ জো সরণং সো তুহ সমীবে বট্টই [নিষ্ক্রান্তে ॥ ৬৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—বয়স্য ! বহু-বল্লভাঃ রাজানঃ শ্রূয়ন্তে । যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধুজন-শোচনীয়া ন ভবতি, তথা নির্ব্বাহয় ॥ ৫৯ ॥

নির্বৃতে স্বঃ ॥ ৬১ ॥

অনসূয়ে ! যথা এষঃ ইতঃ দত্ত-দৃষ্টিঃ উৎসুকঃ মৃগপোতকঃ মাতরং অন্বিষ্যতি, এহি—সংযোজয়াব এনম্ ॥ ৬২ ॥

হলা, অশরণা অস্মি । অন্যতরা যুবয়োঃ আগচ্ছতু ॥ ৬৩ ॥

পৃথিব্যাঃ যঃ শরণং, সঃ তব সমীপে বর্ত্ততে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ ।—অনসূয়া ।—দেখুন বয়স্য ! শুনিয়াছি—রাজা-রাজড়াদের অনেক মহিষী থাকে ।—সুতরাং আত্মীয়-স্বজনদের সখীর জন্য শোক বা দুঃখ যাহাতে করিতে না হয়, এইটুকু দেখ্‌বেন ॥ ৫৯ ॥

রাজা ।—ভদ্রে ! বেশী কি আর এখন বল্‌বো ?—তবে তোমরা এটা স্থির জান্‌বে যে,—বহু মহিষী থাক্‌লে পরেও আমার কুলের শ্লাঘার কারণ কেবল দুইটি—এক—নীলাব্ধি-বসনা পৃথিবী, আর তোমাদের এই সখী শকুন্তলা । চতুঃসিন্ধু-মেখলা পৃথিবীর পতি বলিয়া আমি যতটা গৌরবিত, তোমাদের সখীর প্রণয়াস্পদ বলিয়া ততোধিক গৌরব-ভাজন ॥ ৬০ ॥

সখীদ্বয় ।—বুক্ জুড়োলো,—নিশ্চিন্ত হলেম ॥ ৬১ ॥

প্রিয়ংবদা ।—(তীক্ষ্ণনয়নে দূরে যেন চেয়ে) অনসূয়ে ! ঐ দ্যাখ্‌ এই দিকে চেয়ে, ঐ হরিণের ছানাটা কত ছুটাছুটি কোরে মাকে খুঁজ্‌ছে । চল্, ওকে ওর মা'র কাছে নিয়ে দিয়ে আসি ।

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ৬২ ॥

শকুন্তলা ।—ওলো, আমাকে নিরাশ্রয় ফেলে তোরা কোথায় যাস্ ? একজন ফিরে আয় ॥ ৬৩ ॥

সখীদ্বয় ।—পৃথিবীর যিনি আশ্রয়, তিনি তোর নিকটে দাঁড়িয়ে । ভয় কি ? (চলিয়া গেল) ॥ ৬৪ ॥

শকুন্তলার এই দশা । তবে কি এর মধ্যে কিছু আছে ? প্রিয়ংবদা অতি গোপনে অনসূয়াকে বলিল,—ভাই ! সেই রাজর্ষিকে দেখা অবধিই সখীকে যেন একটু কেমন কেমন দেখিতেছি । এই অসুখ-বিসুখও তারই ফল না কি ? প্রিয়ংবদা নিজে জিজ্ঞাসা করিলেই পারিত, তা' না করিয়া সে অনসূয়াকে ধরাইয়া দিল । জানে ভালো মানুষ অনসূয়ার সাতখুন মাপ, সে যা' ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পারে । আর অনসূয়ার কথায় ছল নাই, তাহা বাতাসের মত হাল্‌কা ও সৌরকররেখার ন্যায় সোজা । অনসূয়াও টোপ্‌টি গিলিল । শোনামাত্রই বলিল—আমারও তাই মনে লয়, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি না, বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল,—"সখি ! তোর সন্তাপ বড়ই বেশী বোধ হচ্ছে, দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি ?" শকুন্তলা যেন হাতে আকাশ পাইল । হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়, তাহার মধ্যে যে মেঘ এই কতদিন যাবৎ গুড়্ গুড়্ করিয়া পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, যা হোক, তার একটু বর্ষণের সুযোগ হইয়াছে, এইবার হয় ত বা খানিক হাল্‌কা হইবে, ভাবিয়া,—অমন যে "পয়োধরা" শকুন্তলা, সে কণ্ঠ উঁচু করিয়া জবাব দিল,—"অবাধে জিজ্ঞাসা কর, তোদের কাছে গোপনের কি আছে ?"

শকুন্তলা।—কহং গতাও এব্ব ॥ ৬৫ ॥

রাজা।— অলমাবেগেন। নম্বয়মারাধয়িতা জনস্তব সমীপে বর্ত্ততে।

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সঞ্চারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথা সুখং তে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ॥ ৬৬ ॥

শকুন্তলা।—ণ মাণনীএসু অত্তাণং অবরাহইস্সং। (উত্থায় গন্তুমিচ্ছতি।) ॥ ৬৭ ॥

রাজা।— সুন্দরি। অনির্ব্বাণো দিবসঃ। ইয়ং চ তে সমবস্থা

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদলকল্পিতস্তনাবরণম্।
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধাপেলবৈরঙ্গৈঃ ॥

(বলাদেনাং নিবর্ত্তয়তি) ॥ ৬৮ ॥

শকুন্তলা। পৌরব রক্খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি ॥ ৬৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথং গতে এব ॥ ৬৫ ॥

ন মাননীয়েষু আত্মানম্ অপরাধয়িষ্যামি ॥ ৬৭ ॥

পৌরব। রক্ষ অবিনয়ম্। মদনসন্তপ্তা অপি ন হি আত্মনঃ প্রভবামি ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—কি? দু'জনেই চলে গেল? ॥৬৫॥

রাজা।—তা'তে কি? ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এই সেবক ত তোমার নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে। কি কর্ত্তে হবে বল :—

সমস্ত শ্রান্তি দূর করা, অতি শীতল পদ্মের পাতার পাখায় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া করবো কি? অথবা অয়ি সুন্দরি। কমলের ন্যায় তোমার লালটুকটুকে পা দু'খানি যেমন কোরে রাখলে স্বস্তি পাও, সেইভাবে কোলের উপর রেখে একটু টিপে দেবো কি? ॥ ৬৬ ॥

শকুন্তলা।—মান্য লোকের দ্বারা ও সব কাজ করিয়ে আমি অপরাধিনী হ'তে চাই নে। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চলিয়া যাইতে উদ্যত) ॥ ৬৭ ॥

রাজা।—সুন্দরি। এখনও ঢের বেলা আছে,—আর তোমারও দেহের এই অবস্থা, এখন কি ওঠা উচিত? কমলপত্রের দ্বারা এখনও তোমার স্তনদ্বয়, সন্তাপ-শঙ্কায় ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে, দুঃসহ ক্লেশের গুরুভার তোমার এই সুকোমল অঙ্গ যেন আর বহিতে পারিতেছে না,—এ সময়ে, ফুলের শয্যা ছাড়িয়া রৌদ্রে যাওয়া কি তোমার সঙ্গত? (বলিয়াই বলপূর্ব্বক ভুজবেষ্টনে ফিরাইলেন)॥ ৬৮ ॥

শকুন্তলা।—তুমি পুরুবংশের অলঙ্কার, অবিনয়-প্রকাশ কি তোমার সাজে? আমি যতই মদনানলে দগ্ধীভূত হই না কেন, নিজের উপর আমার কোনই প্রভুত্ব নাই। আত্মদানে আমি অসমর্থ॥ ৬৯ ॥

লতার আড়ালে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্ত সংশয়ের আগুন পুড়িতেছিলেন।—এখন অনসূয়ার কথায় তাঁহারও প্রাণে জল আসিল।—শোনা যাক্, কি কথাবার্ত্তা হয়—ভাবিয়া, তিনি মুষিকলোভী মার্জ্জারের ন্যায় কণ্টকিতগাত্রে কান পাতিয়া রহিলেন।

সরলা অনসূয়াই পুথি আরম্ভ করিল। প্রিয়ংবদা পূর্ব্বে তাহ'কে ধরাইয়া দিয়াছিল কি না, জানি না, তবে এ সন্দেহ-নিরাসের কোনো উপকরণ—অনসূয়া। চরিত্রে এ পর্য্যন্ত পাই নাই। রাজাকে দেখা অবধিই যে শকুন্তলার এই দশা ঘটিয়াছে, এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটা সরলা অনসূয়া যে নিজেই বুঝিয়াছিল, তাহা বলা বড়ই শক্ত। যাহা হউক্, সে জিজ্ঞাসা সুরু ক'রিয়া দিল,—তাপস-দুহিতা অনসূয়া প্রিয়ংবদা প্রভৃতি তপোবনে থাকে, ফুলগাছে জল দেয়, পাখীকে খাবার দেয়, মাতৃহীন হরিণ-শিশুদিগকে বুকে বুকে রাখিয়া পালন করে। নূতন গাছে ফুল ফুটিলে তারা আহ্লাদে আটখানা হয়। পর্ণশালায় থাকিয়া আশ্রম-বাসীদের সেবা করে, কাজকর্ম্ম করে,—এই হইল তাহাদের জীবন। মুক্ত বিহগীর ন্যায় তাহারা সর্ব্বদাই স্বাধীন, আপন

রাজা। ভীরু অলং গুরুজনভয়েন। দৃষ্ট্বা তে বিদিতধর্ম্মা তত্রভবানত্র দোষং ন গ্রহীষ্যতি কুলপতিঃ।

অপিচ—

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।— মুঞ্চ দাব মং। ভুআে বি সহীজণং অণুমানইসসং ॥ ৭১ ॥

রাজা।— ভবতু মোক্ষ্যামি ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।—কদা ॥ ৭৩ ॥

রাজা।— অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপা৺তা ময়া তে সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥
(মুখমস্যাঃ সমুন্নময়িতুমিচ্ছতি শকুন্তলা নাট্যেন পরিহরতি) ॥ ৭৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—মুঞ্চ তাবৎ মাম্। ভূয়ঃ অপি সখীজনম্ অনুমানয়িষ্যামি ॥ ৭১ ॥

কদা? ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভীরু! গুরুজনের ভয় কর্চ্ছ কেন? কুলপতি কণ্ব কি শ্রৌত কি স্মার্ত্ত—সকল ধর্ম্মই উত্তমরূপে জানেন। তিনি যখন বুঝবেন্ যে, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে, তখন কোন দোষ মনে করবেন না। কেননা, আমি এমন ঢের জানি যে, পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত অনেক বর এবং রাজর্ষি কন্যা স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ সকল কন্যার পিতৃগণ সানন্দ-হৃদয়ে ঐ গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।—ছাড়ো আমাকে। আমি সখীদের কাছে যাইব ॥ ৭১ ॥

রাজা।—বেশ ত, ছাড়বো ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা —কখন্? ॥ ৭৩ ॥

রাজা।—অচুম্বিতপূর্ব্ব অতিকোমল এবং সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমের মকরন্দ যেমন পান করিয়া তৃষিত ভ্রমর তার তৃষা মিটায়, সুন্দরি! ঠিক তেমনিভাবে তোমার এই অক্ষত ও নধর-অধরের আস্বাদে আমার পিপাসার যখন শান্তি হইবে, তখন তোমাকে মুক্তি দান করিব, এখন নহে। (বলিয়াই রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার মুখ উঁচু করিতে চেষ্টা ও শকুন্তলা কর্ত্তৃক হাত দিয়া নিবারণ) ॥ ৭৪ ॥

হৃদয়ে আপনি সুখী। পরের হৃদয় লইয়া নাড়াচাড়া করা তাহাদের অভ্যাস নহে, জানেও না। পুথিপত্রে পড়িয়াছে এবং গল্পগুজবেও শুনিয়াছে বটে, যে, হয় ত কেহ কাহাকে দেখিয়া আত্মহারা হয়, কেহ বিরহে প্রাণ দেয়, কেহ সারা জীবন কাঁদিয়া কাটায়, আরও কত কি হয়, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পুথিগত বিদ্যা ছাড়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহাদের কিছুই নাই। তাই আন্দাজে শকুন্তলাকে বলিল যে,—যেমন পড়িয়াছি, প্রণয়োন্মাদগ্রস্তের যেমন যেমন অবস্থার কথা জানি,—তোরও সেইরূপ দেখিতেছি, খুলে বল্ দেখি, যদি কিছু কর্ত্তে পারি।

অনসূয়ার প্রশ্নে রাজা যেন হাতে আকাশ পাইলেন,—হয় ত এইবার চাঁদও ধরিতে পাইবেন,—ভাবিয়া মনে মনে অনসূয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন। কেন আজ কণ্বদুহিতার ঐ অবস্থা, কার জন্য স্বর্ণলতা কালী হইয়া শুকাইতেছে, একটিবার শুনিতে পাইলে সম্রাটের জীবন সার্থক হয়। তিনি অনুকূল চিন্তায় যে মুহূর্ত্তে উল্লসিত হন, প্রতিকূল চিন্তায় আবার তৎপরমুহূর্ত্তেই শিহরিয়া উঠেন। এই অবস্থায়,—সংশয়রূপ শঙ্খবণিকের করাতের মধ্যে নিজকে ফেলিয়া রাজা দাঁড়াইয়া।

গ্রীষ্মের আপরাহ্নিক মৃদুমধুর সমীরণে অনাঘ্রাত-কুসুমা শকুন্তলা-লতিকা যে কত সুন্দর, তাহা রাজা দেখিয়াছেন, প্রাণ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য ভারতেশ্বর উপভোগ করিয়াছেন, পুরুষান্তর-বর্জ্জিত সপ্তপর্ণবেদিকায় বসিয়া সখীদের সহিত সেই লতিকার কত নূতন নূতন আন্দোলন-আকম্পন দেখিয়া রাজা নিমেষে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্দ্দম ঝঞ্ঝাবাতে

(নেপথ্যে)

চক্কবাকবহুএ আমন্তেহি সহঅরং উবট্ঠিআ রঅণী ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা ।—(সসম্ভ্রমম্) পোরব অসংসঅং মম সরীরবুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোতমী ইদো এব্ব আঅচ্ছই । দাব বিডবন্তরিও হোহু ॥ ৭৬ ॥

রাজা ।— তথা । (আত্মানমাবৃত্য তিষ্ঠতি) ॥ ৭৭ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পাত্রহস্তা গোতমী সখ্যৌ চ)

সখ্যৌ ।— ইদো ইদো অজ্জা গোদমী ॥ ৭৮ ॥

গোতমী ।— (শকুন্তলামুপেত্য) জাদে অবি লহুসন্তাবাই দে অঙ্গাই ॥ ৭৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—চক্রবাক-বধু । আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ । উপস্থিতা রজনী ॥৭৫॥

পৌরব । অসংশয়ং মম শরীরবৃত্তান্তোপলম্ভায় আর্য্যা গোতমী ইতঃ এব আগচ্ছতি । তাবৎ বিটপান্তরিতঃ ভব ॥৭৬॥

ইতঃ ইতঃ আর্য্যে । গোতমি ! ॥ ৭৮ ॥

জাতে । অপি লঘু-সন্তাপানি তে অঙ্গানি ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—(নেপথ্যে)—চক্রবাক-বধু । তোমার প্রিয়-সহচরকে (চক্রবাককে) সাধ মিটাইয়া আপ্যায়িত করিয়া লও, কেননা, রাত্রি আগতপ্রায় । (রাত্রিকালে চক্রবাক-চক্রবাকী একত্র অবস্থান করিতে পারে না,—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা ।—(অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে) পৌরব । নিশ্চয় আর্য্যা গোতমী আমার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য এই দিকে আস্‌ছেন । শীগ্‌গির ঐ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও ॥ ৭৬ ॥

রাজা ।—যাচ্ছি—(বলিয়া আত্মগোপনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন) ॥ ৭৭ ॥

(শান্তিজলপাত্র-হস্তে গোতমী ও দুই সখীর প্রবেশ)

সখীদ্বয় ।—আর্য্যা গোতমি । এই দিকে—এই দিকে ॥ ৭৮ ॥

গোতমী ।—(শকুন্তলার কাছে গিয়া) জাদু আমার, শরীরের সন্তাপ একটু কমেছে কি ? ৭৯ ॥

সে কুসুমিতা লতা যে আরো কত মধুর, কত নয়ন-মনোহর, তাহা ত তিনি দেখেন নাই । তিনি আসন্ন-বর্ষা তটিনীর ক্ষুন্ন-হৃদয় দর্শন করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু সে যখন আবার পূর্ণকলেবরে দুইকূল ছাপাইয়া ছোটে, তখন তাহার তরঙ্গিত বক্ষের নর্ত্তন যে কত নয়নরঞ্জন ও মধুরতর, তাহা ত নৃপতি দেখেন নাই । নিবাতস্তিমিত শকুন্তলাপ্রদীপের যে কম্পন হীন মোহন-শিখার দর্শনে তাঁহার নিকট রাজবাড়ীর অতবড় বাঁধা রোসনাইও তুলনায় নিতান্ত নিষ্প্রভ ও অকিঞ্চিৎকর ঠেকিয়াছিল, সেই দীপশিখা যখন খর-সমীরণের সহিত যুঝিতে যুঝিতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসে, তখন তাহার সেই কাতর-সৌন্দর্য্য যে কত উন্মাদকর, তাহার অনুভূতি ত তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই কবি এবার বিরহক্ষামা কণ্বদুহিতাকে আর এক নূতন রূপে সাজাইয়া রাজার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন । অনসূয়ার প্রশ্নে সায় দিয়া, প্রিয়ংবদা যখন কহিল, "সত্যিই ত, দেখ দেখি,—কি ছিলি, আর দু'দিনে কি হইয়া গিয়াছিস্"—তখন দুষ্মন্ত প্রিয়ংবদার উক্তিতে অনুভাবিত হইয়া এবং চোখ মাজিয়া লইয়া দেখিলেন,—সত্যই—সেই সপ্তপর্ণবেদিকা-মূলের শকুন্তলা আর নাই । ইহা এখন একখানি যেন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন প্রতিমা । নবোৎফুল্ল কোনো বসন্ত-লতিকা যেন গ্রীষ্মের তপ্ত-সমীরের স্পর্শে কেমন মুশড়িয়া গিয়াছে, অথচ সেই প্রথমদৃষ্ট মাধুর্য্য অপেক্ষা এই অবস্থা যে হীন, অনধিক রুচিকর, তাহাও বলা চলে না । বরঞ্চ এখনকার এই বিশৃঙ্খল সৌন্দর্য্য যেন অধিকতর উন্মাদজনক । রাজা প্রিয়ংবদার উক্তির সহিত বর্ণে বর্ণে মিলাইয়া বিচ্ছেদ-কাতরা শকুন্তলাকে দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন—সে মুখ, সে চোখ, সে গণ্ড, সে বক্ষঃ—কিছুই নাই । একটা প্রবল ঝড়ে যেন সব উলট-পালট করিয়া গিয়াছে । কিন্তু শরতের উন্মুক্তপুলিনা তটিনীর ন্যায় সে সৌন্দর্য্যের নির্ম্মলতা যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে । পূর্ব্বে—তাঁহার প্রতি শকুন্তলার অনুরাগের পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও—'এখন কি জবাব দেয়'—শুনিবার জন্য রাজা ছটফট করিতে লাগিলেন । শকুন্তলার কাতর্য্য-দর্শনে প্রিয়ংবদা প্রথমে অনসূয়াকে যে কথা বলিয়াছিল, শকুন্তলাও সেই উত্তর দিল । 'রাজাকে দেখা অবধিই তার এই দুর্দ্দশার সূত্রপাত এবং এখন একেবারে চরমে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, যদি শকুন্তলাকে বাঁচাইতে চাও, একটা পথ কর, নতুবা তাহার আশা ছাড়িয়া দাও ।'—

শকুন্তলা।— অত্থি মে বিসেসো ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।— ইমিনা দব্ভোদএণ নিরাবাহং এব্ব দে শরীরং হোহিই। (শিরসি শকুন্তলামভ্যুক্ষ্য) বচ্ছে পরিণও দিঅহো এহ্যু উড়অং এব্বং গচ্ছামো। (প্রস্থিতাঃ) ॥ ৮০—ক ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) হিঅঅ পঢ়মং এব্ব সুহোবণএ মনোরহে কাঅরভাবং ণ মুঞ্চসি। সাণুসঅবিহড়িঅস্স কহং দে সংপদং সন্দাবো। (পদান্তরে স্থিত্বা। প্রকাশম্) লদাবলঅ সন্তাবহারঅ আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিভোঅস্স। (দুঃখেন নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহেতরাভিঃ) ॥ ৮১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অস্তি মে বিশেষঃ ॥ ৮০ ॥

অনেন দর্ভোদকেন নিরাবাধম্ এব তে শরীরং ভবিষ্যতি। বৎসে! পরিণতঃ দিবসঃ। এহি—উটজম্ এব গচ্ছাবঃ ॥ ৮০ ক ॥

হৃদয়! প্রথমম্ এব সুখোপনতে মনোরথে কাতরভাবং ন মুঞ্চসি। সানুশয়-বিঘটিতস্য কথং তে সাম্প্রতং সন্তাপঃ? লতাবলয়! সন্তাপহারক! আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভূয়ঃ অপি পরিভোগায় ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—একটু ভালো বোধ হচ্ছে ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।—এই কুশাঞ্চিত শান্তিজলে তোমার দেহের সকল তাপ জুড়িয়ে যাবে। (শকুন্তলার মাথায় জলের ছিটে দিয়ে) বাছা, অপরাহ্ণ ঘনিয়ে আস্‌ছে,—চল, আমরা পর্ণশালায় যাই। (গমনোদ্যত) ॥ ৮০—ক ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) হৃদয়! যা'র জন্য তুমি পাগল, সে যখন আপনিই আসিয়া দেখা দিল, তখন লজ্জায়, সঙ্কোচে কি হয়ে গিছ্‌লে, আর এখন সেই ভেবে অনুতাপে পুড়ে মর্‌ছো, সে কোথায় চ'লে গেল! এখন অমন করো কেন? (যেতে যেতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে) হে লতামণ্ডপ! হে আমার সর্ব্ব-সন্তাপ-নিবারণ! আবার এসে ভালো কোরে ভোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি। (বলিয়া অতি দুঃখে সকলের সহিত চলিয়া গেলেন) ॥ ৮১ ॥

দুষ্যন্ত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যে কন্দর্পকে কত গালি পাড়িয়াছেন, শকুন্তলাকেও তিনি রাজার উপর অনুরাগিণী করিয়াছেন বলিয়া এখন শতমুখে সেই কন্দর্পেরই প্রশংসা জুড়িয়া দিলেন।

যজ্ঞের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রণয়-পত্রিকা, প্রত্যাখ্যান-শঙ্কায় উদ্দেশে শকুন্তলার অভিমান, সখীদের আশ্বাসবচনে আত্মনৈপুণ্যে শকুন্তলার দৃঢ়তা ও চকিতে প্রণয়ী দুষ্যন্তের,—শকুন্তলার চির-অভিলষিতের স্বপ্নের ন্যায় আবির্ভাব প্রভৃতি কত ঘৃতাক্ত ইন্ধন সে যজ্ঞানলে আহুত হইল। সৌজন্য-রক্ষণ-পটীয়সী প্রিয়ংবদা নিরুপায় মৃগশিশু ধরিবার ছলে অনসূয়াকে লইয়া সে স্থান হইতে তাড়াতাড়ি প্রস্থানপূর্ব্বক ঐ প্রজ্বলিত যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দিয়া গেল।

চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহারা দুই সখী জানিয়াছে—জানুক, অন্য কেহ পাছে জানিতে পায়, এই শঙ্কায় সখীদ্বয় সর্ব্বদাই চিন্তিত। দূরে গৌতমী পিসীকে আসিতে দেখিয়া,—তাহারা যেন সম্ভাবিত-বিচ্ছেদ চক্রবাক-মিথুনকে সতর্ক করিয়া দিল যে, সন্ধ্যা আগতপ্রায়,—চক্রবাকবধূ! যতটুকু পারো, এইবেলা প্রিয়তমের সহিত মিলিয়া লও। রাত্রিতে ত তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে।—বৃদ্ধা গৌতমী সখীদের ঐ উক্তি শুনিলেন কি না, জানি না, যদিই বা শুনিতেন, বুঝিতেন যে,—ছেলেমানুষের কাণ্ড দেখ, পাখীর সাথেও ঠাট্টা জুড়িয়া দিয়াছে। মাসী-পিসী-জাতীয়ারা যেমন চিরকাল বুঝিয়া থাকেন, তিনিও তেমনই বুঝিতেন। কিন্তু যে বুঝিবার, সে বুঝিল ও তৎক্ষণাৎ প্রিয়তমকে লতাকুঞ্জের খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইতে উপদেশ করিল। সম্রাট্ বাহাদুর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিলেন। বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইতে এখন আর রাজার বাধো বাধো ঠেকে না, এইবারের মৃগয়ায় ওটা বেশ মক্স হইয়া গিয়াছে।

বাজা।— (পূর্ববস্থানমুপেত্য সনিশ্বাসম্) অহো বিঘ্নবত্যঃ প্রার্থিতার্থসিদ্ধয়ঃ। ময়া হি

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধবোষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিবামম্।
মুখমংশবিবর্ত্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তৎ॥

ক নু খলু সংপ্রতি গচ্ছামি। অথবা ইহৈব প্রিযাপবিভুক্তমুক্তে লতাবলযে মুহূর্ত্তং স্থাস্যামি (সর্ববতোঽবলোক্য)

তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলাযামিযং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈবর্পিতঃ।
হস্তাদ্‌ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্যমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাচ্ছক্লোমি শূন্যাদপি ॥ ৮২ ॥

রাজা।—(পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হায়, যে যা চায়, তার সে পথে কি এত বাধা। কি করিলাম আমি? সেই কুঞ্চিত-নয়না (অথবা সুপক্ষ্ম-যুক্তনেত্রা) শকুন্তলার মুখখানি যখন আমি উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলাম, এবং সে অঙ্গুলি দ্বারা অধরোষ্ঠ ঢাকিয়া "না না, হবে না—হবে না" বলিতেছিল এবং তাহাতে সেই মুখের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়াছিল, শেষে মুখখানা কাঁধের দিকে বাঁকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, হায়, তখন অত কাণ্ডে উঁচু-করা মুখে একটা চুম্বন করিলাম না কেন? কেহ ত তখন বাধা দিবাব ছিল না। এখন যাই কোথায়? কোথায় গিয়ে এই তাপিত প্রাণ একটু জুড়াই? অথবা—অন্যত্র কোথায়ই বা যাবো? এই লতামণ্ডপে প্রিয়া ছিল, কত রকমে ইহাকে ভোগ কবিয়াছে, এখন সে নাই,—সব যেন শূন্য—একেবারে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। তবুও ঐখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, যদি তাতে একটু ভালো ঠেকে। (চারিদিকে চেয়ে)—

এই যে—শীতল শিলাখণ্ডের উপব তাহার ফুলের শয্যা এখনও পড়িয়া আছে, বিচ্ছেদতাপে উহারই উপর ছটফট্ করিয়াছিল বলিয়া ফুলগুলি যেন কেমন বগ্‌ড়ানো মনে হচ্ছে। এই যে—ফুলশয্যার পাশে পদ্মের পাতায় নখ দিয়ে লেখা তাব সেই প্রথম প্রণয়-পত্রখানি কেমন মলিন হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আহা, নড়াচড়া করায়—হাতেব মৃণালের বালাগাছটা খ'সে প'ড়ে ধূলায় গড়াচ্ছে,—যে দিকে চাই, তার চিহ্নে ভরা, তার স্মৃতি জাজ্বল্যমান, হোক্ না কেন শূন্য এ লতাকুঞ্জ, চোখ্ ত ফিবাতে পার্চ্ছিনে, বেরোতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। কি কবি? ॥ ৮২ ॥

বৃদ্ধা গৌতমী, আজন্ম নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণী। গৌতমী শান্তির জল ছিটাইয়া শকুন্তলার ঘাড়ের ভূত নামাইতে গেলেন। শকুন্তলা লক্ষ্মীটির মত নত-মস্তকে পিসীব জলেব ছিটা লইল। পিসী ভাবিলেন, আর ভয় কি? এইবার সকল আপদ কাটিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে পর্ণকুটীবে ফিরে গেলেন। আব রাজা? তিনি শূন্য কুঞ্জে ফিরিয়া এলেন ও ব্রজের খেলা স্মরণে মুহুর্মুহুঃ একা একা কত কি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ও সময়ে বাজা প্রজা সব সমান, কন্দর্পের দরবারে উচ্চনীচ বিচার বা প্রাণিবিজ্ঞানেব আলোচনা নাই। জীবমাত্রেরই তথায় এক অবস্থা। রাজারও তাহাই হইল।

কিছু পূর্ব্বে যে সব বস্তু তাঁহার জীবনে একটা নূতন স্বপ্ন আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই সব,—সেই শিলাতল, ফুলশয্যা, প্রণয়পত্রিকা, "প্রতিষেধবিক্লবা" শকুন্তলার হস্তস্খলিত সেই মৃণালের বলয় প্রভৃতি একে একে যেমন যেমন চক্ষে পড়িতে লাগিল,—তিনি অমনি যেন ক্রমেই কেমন পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। এক সময়ে,—দুদণ্ড পূর্ব্বে যে লতামণ্ডপ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের প্রাসাদ ছিল, এখন তাহা শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সব আছে,—শুধু একজন নাই। একের অভাবে সমস্তই যেন জীর্ণ,—শূন্য, ভয়ঙ্কর রুক্ষ ও প্রাণহীন। এমন ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রে বেশীক্ষণ থাকিা

(আকাশে)

রাজন্ !

সায়ন্তনে সবনকর্ম্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযস্তাঃ ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সন্ধ্যা-পয়োদ-কপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ । ॥ ৮৩ ॥

রাজা ।— অয়মহমাগচ্ছামি । [নিষ্ক্রান্তঃ । ॥ ৮৪ ।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

বঙ্গার্থ।—(কোন্ দিক্ হইতে যেন কে বলিতেছে) রাজন্ ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! আশ্রমে সন্ধ্যাকালোচিত হোমাদি কার্য্য যেমন আরব্ধ হইয়াছে, অমনি সেই হোমানলোজ্জ্বল যজ্ঞবেদির চারিদিকে, সান্ধ্য মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ এবং অত্যন্ত ভয়জনক, রাক্ষসদিগের নানা ছায়া পড়িতেছে। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের আক্রমণ-শঙ্কায় আমরা সকল আশ্রমবাসীই অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ৮৩ ॥

রাজা ।—বটে, এই আমি যাচ্ছি ।

[নিষ্ক্রান্ত ॥ ৮৪ ॥

ইতি তৃতীয় অঙ্ক ।

মানুষ বাঁচে না, মরিয়া যায় । যদি কেহ তাহার বন্ধুবান্ধব থাকো, ওরূপ স্থানে তাহাকে রাখিও না । সমবেদনার সামান্য মুষ্টিভিক্ষাদানে তাহাকে রক্ষা কর । প্রেমিক কবি কালিদাস তাই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন ও যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের অত্যাচারকাহিনীর অবতারণা করিয়া নির্জীব রাজার দেহে শৌর্য্য-সন্নিবেশপূর্ব্বক স্থানান্তরে টানিয়া লইয়া গেলেন ॥ ১—৮৪ ॥